গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২ ৯৯৬৬৬১৩৭০ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক স্বদেশ সংবাদ
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ১২.০৯.২০২৩ খ্রি.

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
নিবন্ধ/প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

মমেক হাসপাতালে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ঃ ভর্তি ১৪০ জন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। শয্যার তুলনায় বেশী রোগী ভর্তি আছেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বাড়তি রোগীর চাপ সামলাতে হিমসিম অবস্থা চিকিৎসক ও নার্সদের। গতকাল সোমবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করে হাসপাতালের ডেঙ্গু ইউনিটের ফোকাল পার্সন ফরহাদ হোসেন হিরা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ৩৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছে। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন ৩১ জন। হাসপাতালে মোট রোগী রয়েছে ১৪০ জন। এরমধ্যে পুরুষ ১১৩, নারী ২০ ও শিশু রয়েছে ০৭ জন। তিনি আরও বলেন, ভর্তিকৃত রোগীর আধকাংশের অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। রোগীদের জন্য হাসপাতালে অক্সিজেন, ফ্লুইডসহ যাবতীয় সামগ্রীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। হাসপাতালের পক্ষ থেকে রোগীদের বিনামূল্যে মশারি, খ্যাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান (২য় পাতায়)

মমেক হাসপাতালে বাড়ছে

(১ম পাতার পর) অধিকাংশ রোগী ঢাকা থেকে আগত।
উল্লেখ্য, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চলতি মাসের ২ জুলাই বিলকিস বেগম এবং ৭ জুলাই আব্দুর রাজ্জাক, ১০ জুলাই আসমা বেগম এবং ১৬ জুলাই আরিফ, ১ আগষ্ট সকালে হাবিব, ৫ আগষ্ট সেলিম মিয়া নামে এক রোগীর মৃত্যু হয়। এনিয়ে হাসপাতালে গত ৩ মাসে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ : ০২-৯৯৬৬৬১৩৭৩ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক স্বজন
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ১২.০৯.২০২৩খ্রি.

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

এভাবে আর থাকবো কতকাল ও দয়াল

আলমগীর আল আমিন শেরপুর জেলা প্রতিনিধি ঃ এই কথাটি আমার ব্যাক্তিগত নয় যদিও এটি একটি গানের কলি। কথাটি একটি অবহেলিত ভাঙ্গা সেতুর আবেগপ্রবনিত ভাষা। শেরপুর জেলার সদর উপজেলা চরশেরপুর ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী গ্রাম যোগিনীমুরা। এই গ্রামের রয়েছে চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একটি পীরে কামেলের মাজার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে রয়েছে যোগিনীমুরা উচ্চ বিদ্যালয়, একটি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি দাখিল মাদ্রাসা যা পীরসাহেবর নামে নামকরণ করা হয়েছে। আরো রয়েছে একটি নূরানী ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা এবং একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই গ্রামের পাশদিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট মৃগী নদী। যে নদীর জন্য বিচ্ছিন্ন এলাকাবাসী। প্রাচীন কাল থেকে এনদী পারাপারের (২য় পাতায় ৭ম কলাম দেখুন)

এভাবে আর থাকবো

(১ম পাতার পর) জন্য একমাত্র ভরসা ছিল বাঁশের সাকো। বহু প্রচেষ্টার পর ১৯১৮কিংবা ১৯১৯সালে নির্মিত হয়ে ছিল একটি ফোর্ট ব্রিজ। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায় সেতুটির অর্ধেক অংশ। দীর্ঘ ১৭ থেকে ১৮ বছরেও সেতুটি সংস্কার করার আর সুযোগ মেলেনি। সেই যে গেল আর ফিরে এলোনা। সেই থেকে বন্ধ হয়ে গেল কোমলমতি শিশুদের স্কুলে আসা যাওয়া। ধীরে ধীরে মলিন হয়ে যাচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো।কালক্রমে কমে যাচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা। কৃষকেরা পারছেনা এপার থেকে ওপারের ফসলের জমি চাষাবাদ করতে। উপজেলা কর্মকর্তাসহ উর্ধতম কর্তৃ পক্ষ সহ বারবার শুধু আশ্বাস দিয়ে যান পূর্ণনির্মানে জন্য। কিন্তু ঐ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকে যায়।কাজ আর হয় না। স্হানীয় ইউপি? সদস্যের যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন বিষয় টি নিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা হয়েছে। কিন্তু আজও তার কোন প্রতিকার হয়নি। এলাকাবাসীর,দাবি সেতুটি সংস্কার করা হলে সবদিক থেকে আমরা সুবিধা বোগ করতে পারতাম। খবরের সন্ধানে বের হয়ে সেতুটির ছবি তুলতেই মনে পরে গেল অতীতের সেই গানের কলি, আমি একা বড় একা আমার আপন কেউ নেই। তারিখঃ-১১-০৯-২০২৩ইং।